কে দায়ী বি এন পি নাকি আওয়ামীলীগ?- রাহেলার প্রশ্ন

কুদ্দুস খান

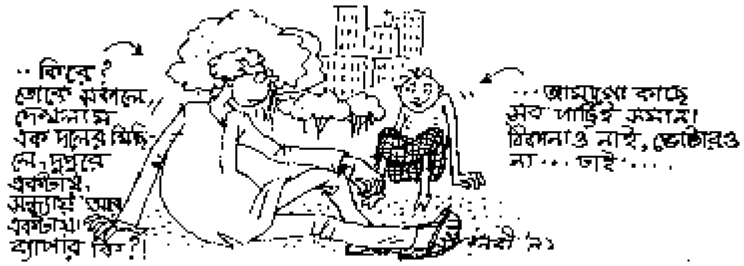

ইরান-ইসরাইলের চুক্তি লেখাটি শেষ করার পুর্ব মুহুর্তেই রাহেলা ভিন্নমত অফিসে পর্দাপন করছিলেন। তিনি চেয়ারে বসতে বসতেই বললেন, ‘‘আওয়ামীলীগ নির্বাচন পরাজিত হচ্ছে সেটাই ঢাকার রাজপথে বলাবলি হচ্ছে, বিশেষ করে রেষ্টুরেন্ট গুলোতে।’’ কথাগুলি শুনে আমি একটু নার্ভাসই বোধকরলাম। নার্ভাস হওয়ার কারণ অবশ্য ঠিক কি ঠাওর করে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। এটা হতে পারে রাহেলার আগমই আমাকে নার্ভাস করে দিয়েছে, অথবা তার জটীল প্রশ্নের জবাব দেওয়াত মত জ্ঞান-বুদ্ধিরও আমার ঘাটতি রয়েছে। আমি খানিকটা অস্থিরতার সহিত বললাম, ‘‘ নির্বাচনের এত পুর্বেই নির্বাচনের ফলা-ফল ঘোষনা করলে দিলে? কি করেই বুঝলে আওয়ামীলীগ নির্বাচনে পরাজিত হতে পারে।’’ রাহেলাকে অপ্রস্তুত করতে চাইলাম। আমি জানি না, অন্যান্য পুরুষরা আমার মত মেয়েদের সম্মুখে নিজেকে বুদ্ধিজীবি সাজার জন্য মেয়েদের অপ্রস্তুত করার ফন্দি-ফিকির খুজে বেড়ায় কিনা। আমার কিন্তু মেয়েদের মাঝে-মধ্যে অপ্রস্তুত করতে ভালই লাগে। মেয়েদের অপ্রস্তুত করার আমার এই কায়দাওকে অনেকেই এবিউজ করাও বলে থাকে, আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমার যা ভাললাগে সেটাই করে থাকি। যা’হোক, রাহেলাকে অপ্রস্তুত করতে পারছি বলে মনে হল না। তিনি বললেন, ‘’ আওয়ামী লীগের যুবক কর্মির খুব অবাব, সে’তুলনায় বি এন পির অবস্থান অনেলটাই ভাল, তাদের যুবকশ্রেনীর মধ্যে রাজনৈতিক কার্য-ক্রম আওয়ামীলীগের চেয়ে ঢের বেশী।’’ কথাটি অস্বিকার করার যো নেই কিন্ত স্বিকার করে নিলে আমার হার হয়। সেটা ভেবেই আমি চুপ করে থাকলাম। আমার চুপ থাকা দেখে রাহেলা আবাও অস্থীর হয়ে উঠলেন। তার অস্থিরা আমাকে পুনঃরায় নার্ভাস করে দিল, পাছে তিনি বিদায় নেন।

আমি রাহেলার সহিত সুর মিলিয়ে বললাম, ‘‘ আওয়ামীলীগের অবরোধ প্রগ্রাম ভোগান্তির কারণ হয়েছে, এটা চলতে থাকলে আওয়ামীলীগের জনপ্রিয়তা কমতে থাকবে, সেক্ষত্রে বি এন পির লাভ হবে। অবরোধ প্রগ্রামে শুধু ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষতি হচ্ছে সেটাই নয় জনগণের নৈনন্দিন জীবনের দৈনন্দিলন কার্য-ক্রমের বাধা

সৃষ্ট করে।'' এবার রাহেলা উত্তেজিত বোধ করলেন। তিনি খানিকটা উচ্চসূরেই বললেন, '' করার কি আছে, বি এন পি কায়দা করে তাদের মনোনিত তত্ত্ববধায়ক সরকার প্রধান বেখে দিয়েছেন। আওয়ামীলীগের করারই বা কি আছে?'' আমি বললাম কথাটি নিয়ে আমরা পুর্বেও আলাপ করেছি, বিষটি নিয়ে পুনঃরায় কথা বললে পাঠককুল বিরক্ত হবেন। বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত কথা বললে আরও কেউই তত্ত্ববধায়ন সরকারের প্রধান হতে চাইবেনা, তত্ত্ববধাক সরকারের আইডিয়া স্বর্গে যাবে।'' তিনি বললেন, ''তা হলে উপায় কি? কি করতে হবে?'' রাহেলার কথায় আমি উৎসাহিত বোধ করলাম, কিছু গুরুত্বপুর্ন কথার ভাব দেখিয়ে তার উপর প্রধান্য বিস্তার করার একটি মোক্ষন সুযোগ হল বলেই মনে হচ্ছিল। আমি ভাবগম্ভির ভাবে, একটু বুদ্ধিজীবি চালে বললাম, '' আওয়ামীলীগ ও বি এন পি বাস্তবতা থেকে দুরে অবস্থান করছে বলেই মনে হচ্ছে। আওয়ামীলীগ বা বি এন পি দু'পার্টিই খুব ভাল করেই জানে, যেকোন এক পার্টি অন্য পার্টিকে বাদ দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবে না, নির্বাচন অংশ গ্রহন করলে তা গ্রহন যোগ্য হবে না।'' আমি শেষ করার আগেই রাহেলা খানিকট আবেগময় কণ্ঠে বললেন, '' সম্পাদক তুমি বরাবরই সমস্যার কথা বলে যাচ্ছ, এর সমাধান দিচ্ছ না। এটা কি খুব বেশী নিগেটিভ হয়ে যাচ্ছে না?''

ক্রমেই সুর্য্য গাছের আরালে হারিয়ে যাচ্ছি, গাছ বললে ভুল হবে পাহারের আরালে হারিয়ে যাচ্ছিল। আমরা দুজনেই আবেগপ্রবন হয়ে উঠছিলাম । আমাদের ক্যামিষ্ট্র ক্রমেই একে একে অপরকে কাছে টানছিল। সম্ভাবতঃ লস এঞ্জেলেসে প্রকৃতিক অবস্থানই এর জন্য দায়ী। লস এঞ্জেলেস দাড়িয়ে আছে কতগুলো পাহারের উপরে। দু'মিনিট গাড়ি চালালেই পাহারি রাস্তার মধ্যে অবস্থান করতে হয়' আর সন্ধার সুর্য্য সবসময়েই পাহারে লুকিয়ে তবেই রাতের ঘুমের জন্য অবসর নেয়। আমারিকা বলেই লস এঞ্জেলেসে পাহারগুলির যেকোন প্রান্তে গাড়ি নিয়ে উঠে যাওয়া যায়। পাহারের চুরায় বহু বার উঠেছি, বহুবার হলিউড সাইনটির কাছে পৌছেছি। লস এঞ্জেলেসের বাইরের পাঠকদের বলে রাখা ভাল, বিশ্ব বিখ্যাত হলিউড সাইনটি লস এঞ্জেলেসের গ্রিফিত পার্কের চুরায় অবস্থিত। অনেকেই ওটাকে হলিউড হিল বলে থাকে। হলিউড নামক একটি শহর আছে বটে কিন্তু অফিসিয়ালী ওটা লস এঞ্জেলেস সিটিরই অংশ। ইচ্ছা হচ্ছিল রাহেলার হাত ধরে হলিউড হিলের চুরায় পৌছে যায়। সেখানে যেয়ে ক্ষণিকের আবেগটাকে উচ্ছাসে রুপান্তরিত করি। তারপর সে উচ্ছাসের উপর ভর করে পাহার থেকে দুজনে গড়িয়ে গড়িয়ে হলিউডের গভীর জংগলে হারিয়ে যাই। আর সে জংগলেই লুকিয়ে থাকি। যেখানে ভিন্নমত নেই, নেই বাড়ি ভাড়ার তারা অথবা গাড়ির নোট পেমেন্ট দেয়ার নোটিশ।

আবেগটিকে প্রসমিত করে রাহেলার কথার উত্তর দিতে চেষ্টা করে বললাম, '' গণতন্তের অর্থ হচ্ছে অপর পক্ষের কথা শুনা, অপর পক্ষের সহিত কথা বলে একটি মিডল গ্রাউন্ড বের করে তবেই দেশ শাসন করা। তা না করতে পারলে দেশে স্বৈরাশাশন প্রবর্তিত হয়। স্বৈরাশাসন এক জনের ও হতে পারে আবার দলেরও হতে পারে। আওয়ামীলীগ আর বি এন পির উচিত নিজেদের মধ্যে কথা বলে

মিডল গ্রাউন্ডে আসা, তা না হলে নির্বাচন ব্যর্থ হতে বাধ্য।'' রাহেলা উঠে দাড়াল। আমরা খুব ধির গতিতে হাটতে শুরু করলাম। হেটে হেটে রাস্তাটি পেরিয়ে পার্কিং দিকে এগুতে থাকলাম। আমি আশা করছিলাম, রাহেলা হয়তো গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে দুরে, বহু দুরে যাওয়ার বায়না ধরবে। রাহেলা পার্কিং এ নাথেমে, পার্কিং এর সীমানা পেরিয়ে সবুজ ঘাসের উপর আমাকে ধরে ধরে হাটতে শুরু করলেন। আমি কিছু বলিনি, আমি বাধা দেয়নি, আমার বাধা দেয়ার শক্তি ছিল না। আমি আবারও আমার শরিরে টান টান উত্তেজনা অনুভব করলাম। আমি কখন ভেবে দেখিনি কেন এই উত্তেজনা, আমরা আসলে যাচ্ছি কোথায়? কোথায় যেয়ে এই পথ চলার শেষই বা হবে? রাাহেলা বললেন, '' যদি আওয়ামীলীগ বা বি এন পি কথা বলে কিছু ঠিক না করতে পারে তা হলে কি হবে?'' আমি বললাম, '' নির্বাচন ব্যর্থ হবে। দেশে এনার্কি হবে, গৃহ যুদ্ধ হওয়াও বিচিত্র হয়।'' তিনি আমার হাতে ঝাকুনি দিয়ে বললেন সেটাই কি আমাদের পরিনতি? দেশটি কি শেষ হয়ে যাবে?'' আমি রাহেলায়ে এপ্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। এর উত্তর আমার জানা নেই। তবে আমি হতাশাবাদি নই বিধায় কেন জানি মনে করি এই শেষেরও একটি শেষ আছে। শেষ-মেশ হয়তো বি এন পি- আওয়ামীলীগের একটি আপোষ হবে।

''যুদ্ধে যাহয়, আওয়ামীলীগ বি এনপি সেটাই করছে। নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে অন্যকে বুঝাতে চাচ্ছে তাদের শক্তি কত বেশী। সেই শক্তির উপর ভিত্তিকরেই কত টুকু আপোষ করা যায় তা নিয়ে কথা হবে এবং একটি মিডল গ্রাউন্ড নির্ধারিত হবে।'' আমি যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলাম। তিনি আমার ঘা গেসে ঠায় দাড়িয়ে রইলেন। আমি তার শরিরের তাপ অনুভব করলাম ও নিঃশ্বাসের শব্দ কানে শুনলাম। আমার সমস্ত শরিরটাই শক্তিহীন জড় প্রদার্থে পরিনত হল। আমি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। তিনি খুব মৃদু স্বরে বললেন , ''সেটা যদি নাহয় তা হলে কি হবে?'' আমি বললাম সেটা না করতে পারলে যেকোন একটি পার্টি ধ্বংস হবে।' দেশে মিলিটারী শাসন হবে।'' কথাটি বলে আমি চুপ করে থাকলাম। বাংলাদেশের অবস্থা অনিশ্চিত। আওয়ামীলীগ আবেগ চালিত হয়ে ভুল করে বসতে পারে, নির্বাচন বর্জন করতে পারে। আর যদি সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচন হয় আওয়ামীলীগের সকার গঠন করার সম্ভাবনা কম বলেই মনে হচ্ছে। বি এন পির মধ্যে ইসলামিক পার্টির সদস্য বেশী। বি এন পি তাদের চাপে ইসলামিক সংগঠনগুলি নিয়ে নির্বাচন করে পুনঃরায় ক্ষমতায় আসতে পারে। বি এন পি পুনঃরায় ক্ষমতায় আসলে আওয়ামীলীগের ধংস অনিবার্য।